শানে সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা

16-May-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنۡ صَلّٰی عَلَیَّ یَوۡمَ الۡجُمُعَۃِ کَانَتۡ شَفَاعَۃٌ لَّہٗ عِنۡدِیۡ یَوۡمَ الۡقِیَامَۃِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তবে কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করা আমার দয়াময় দায়িত্বে থাকবে। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১ম অংশ, ১/২৫৫, হাদীস নং- ২২৩৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُوا الله! صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রমযান! রমযানুল মুবারকের মাস অব্যাহত রয়েছে। এই মুবারক মাসের ১৭ তারিখে উম্মুল মুমিনিন, রাসূলে করীমের বিবি, **হাবীবে খোদার** প্রিয়তমা হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা, আলিমা, মুফতিয়া, মুফাসসীরা, মুহাদ্দীসা, ফকীহা, আবেদা, যাহেদা, তায়্যিবা, তাহেরা, আফিফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর ওফাত দিবস।

আসুন! এপ্রসঙ্গে আজ আমরা তাঁর শান ও মহত্ব, গুণাবলী ও উৎকর্ষতা এবং পবিত্র জীবনির কিছু আলোকিত দিক সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জণ করবো। প্রথমেই তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনি শ্রবণ করি:

উম্মুল মুমিনিন সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকার পরিচিতি

হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا হলেন উম্মুল মুমিনিন (অর্থাৎ মুমিনদের মা), তাঁর নাম আয়েশা, উপনাম হলো উম্মে আব্দুল্লাহ, মাতার নাম "উম্মে রুমান" এবং তাঁর পিতা আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ। **(মাদারিজুন নবুয়ত, ৫ম অধ্যায়, ২/৪৬৮)**

১৭ রমযানুল মুবারক ৫৭ বা ৫৮ হিজরী সনে মদীনা শরীফে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا দুনিয়া থেকে পর্দা করেন। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁর ওসীয়ত অনুযায়ী রাতে লোকেরা তাঁকে জান্নাতুল বক্বীতে অন্যান্য পবিত্র বিবিদের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُنَّ اَجۡمَعِین পাশেই সমাহিত করেন। (শরহে যুরকানী, ৪/৩৯২)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! নিঃসন্দেহে সকল উম্মাহাতুল মুমিনিনদের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُنَّ اَجۡمَعِین মান ও মর্যাদা এবং অনেক বিশেষত্ব সম্বলিত মহিলাদের চেয়েও উচ্চতর, সবাই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন অলীয়া ছিলেন, খুবই উন্নত গুণাবলী সম্পন্ন, জ্ঞান ও আমলের বাস্তব প্রতিবিম্ব এবং উম্মতদের মা, কিন্তু এই মুবারক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর পবিত্র স্বত্বার অবস্থান একটি আলোকিত সূর্যের ন্যায়। মুস্তফার দৃষ্টির বদৌলতে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا যুগের আলিমা, মুফতীয়া, মুহাদ্দীসা এবং মুফাসসীরা হিসেবে সমাদৃত হয়েছেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا সেই সৌভাগ্যবান মহিলা, যিনি **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য ওফাতের সময়ও তাঁর মুবারক সহচর্য থেকে ফয়েয পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

মুস্তফার বিশেষ নৈকট্য

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا (**নবীয়ে পাক** এর দুনিয়াবী জীবনের শেষ মুহূর্তের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে) বলেন: (যখন **রাসূলের** স্বত্বা রোগের প্রচন্ডতার কারণে কষ্ট অনুভব করছিলেন, তখন) আমার নিকট আমার ভাই হযরত আব্দুর রহমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এলেন, তার হাতে মিসওয়াক ছিলো। **রাসূলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তার দিকে তাকাতে লাগলেন। আমি জানতাম যে, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মিসওয়াক পছন্দ করতেন। সুতরাং আমি আরয করলাম: আপনার জন্য কি মিসওয়াক নিবো? **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মাথা মুবারক দ্বারা "হ্যাঁ" এর ইঙ্গিত করলেন তখন আমি হযরত আব্দুর রহমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে মিসওয়াক নিয়ে নিলাম, তা **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট শক্ত

অনুভব হলো। আমি আরয করলাম: আমি এটাকে নরম করে দিবো? তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইশারায় ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ। আমি মিসওয়াক (চিবিয়ে) নরম করলাম। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে পানির একটি পাত্র ছিলো, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতে তাঁর মুবারক হাত প্রবেশ করাতেন এবং নিজের নূরানী চেহারায় লাগিয়ে ইরশাদ করতেন: لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** ছাড়া কোন উপাস্য নেই, নিশ্চয় মৃত্যুর জন্য কঠোরতা রয়েছে। অতঃপর তাঁর পবিত্র হাত উচুঁ করে আরয করতে লাগলেন: فِي الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام সমাবেশে। এমতাবস্থায় **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিসাল হয়ে গেলো।

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ৩/১৫৭, হাদীস নং-৪৪৪৯)

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন যে, উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা, তায়্যিবা, তাহেরা, আফিফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর মর্যাদা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে কিরূপ উচ্চ ও উচ্চতর ছিলো, যাঁর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুধু প্রকাশ্য জীবনেই বিশেষ নৈকট্য নসীব হয়নি বরং প্রকাশ্য ওফাতের সময়ও বিশেষ নৈকট্য পাওয়ার সম্মানও (Honour) তাঁরই পক্ষে এসেছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **হাবীবে খোদা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয়তমা উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا সারা জীবন এই দয়া ও কৃতজ্ঞতাকে স্মরন রেখেছেন এবং নেয়ামতের প্রকাশার্থে নিজের এই সম্মান ও মহত্বকে বর্ণনাও করেছেন।

দশটি ফযীলত

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: আমাকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিতা স্ত্রীগণের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ اَجْمَعِين মাঝে ১০টি ফযীলত দান করা হয়েছে। আরয করা হলো: ইয়া উম্মাল মুমিনিন! সেই ১০টি ফযীলত কি কি? বললেন:

(১) **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি ছাড়া আর কখনো কোন কুমারী মহিলাকে বিবাহ করেননি। (২) আমি ছাড়া সম্মানিতা স্ত্রীগণের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ اَجْمَعِين

মধ্যে কেউ এমন নেই, যার পিতা মাতা উভয়েই হিজরত করেছেন। (৩) **আল্লাহ তায়ালা** আমার পবিত্রতার বর্ণনা আসমান থেকে (কোরআনে করীমে) অবতীর্ণ করেছেন। (৪) (বিবাহের পূর্বে) হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام একটি রেশমী কাপড়ে আমার আকৃতি ধারন করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: একে বিবাহ করে নিন, কেননা ইনিই আপনার স্ত্রী। (৫) আমি এবং **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একই পাত্র থেকে গোসল করতাম, এই সম্মান আমি ছাড়া আর কোন সম্মানিতা স্ত্রীদের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ اَجْمَعِین নসীব হয়নি। (৬) **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন অথচ আমি **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে শুয়ে থাকতাম, উম্মাহাতুল মুমিনিনদের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ اَجْمَعِین মধ্যে কেউই **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এরূপ দয়াময় ভালবাসা দ্বারা ধন্য হননি। (৭) **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার নিকট তাশরীফ নিয়ে আসতেন, আমি ছাড়া আর কোন সম্মানিতা স্ত্রীর নিকট **নবী করীম হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়নি। (৮) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী মাথা মুবারক আমার বুক এবং খলকের মধ্যবর্তী ছিলো এবং এই অবস্থায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য ওফাত হয়েছে। (৯) **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রুটিন মোতাবেক আমার নিকট অবস্থান কালিন সময়ে প্রকাশ্য ওফাত গ্রহন করেন। (১০) **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কবর মুবারক আমার ঘরেই বানানো হয়েছে। (সীরাতে মুস্তফা, ৬৫৯-৬৬০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! উৎসর্গিত হয়ে যান! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয়তমা হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর শান ও মহত্বের প্রতি! নিঃসন্দেহে এই সম্মানটুকুও তাঁর জন্য কম নয় যে, তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্ত্রী এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুমিনদের মা হওয়ার পবিত্র সম্মান দ্বারা ধন্য হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে, রব তায়ালা তাঁর প্রতি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্যান্য সম্মানিতা বিবিগণের চেয়ে বেশি নেয়ামত ও দয়ার

বর্ষণ করেছেন। যাই হোক, তাঁর শান ও মহত্বের সমুদ্র এতই গভীর ছিলো, যার গভীরে গমনকারীরা সর্বদা মূল্যবান মুক্তেই (Pearls) পেয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর হক ও সত্য বর্ণনাকারী মুবারক মুখে তাঁর ফযীলত ও গুণাবলীকে খুবই শানদার ভাবে বর্ণনা করেছেন। আসুন! উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা, তায়্যিবা, তাহেরা, আফিফা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর শান ও মহত্ব সম্বলিত চারটি হাদীসে মুবারাকা শ্রবণ করি।

হাবীবে কিবরিয়ার মুখে শানে আয়েশা

(১) **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের দুই তৃতীয়াংশ দ্বীন এবং হুমায়রা (অর্থাৎ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا) থেকে অর্জন করে নাও।

(তাফসীরে কবীর, ৩০ পারা, সূরা কদর, ৩ নং আয়াতের পাদটিকা, ১১/২৩২)

(২) **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সায়্যিদা ফাতিমা যাহরা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا কে ইরশাদ করেন: হে ফাতিমা! তুমি তাকে ভালবাসবে না, যাকে আমি ভালবাসি? সায়্যিদা ফাতিমা যাহরা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا আরয করলেন: কেন নয়। এতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আয়েশা (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا) এর প্রতি ভালবাসা পোষন করো। **(মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িলিস সাহাবাতি, ১০১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪৪২)**

(৩) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর আদরের শাহজাদী হযরত সায়্যিদা ফাতিমা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন: কাবার রব তায়ালার শপথ! তোমার আব্বাজানের কাছে আয়েশা (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا) অনেক বেশি প্রিয়।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৩৫৯, হাদীস নং-৪৮৯৮)

(৪) **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আয়েশা (رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا) এর ফযীলত মহিলাদের মাঝে এমন, যেমন সারীদের ফযীলত সকল খাবারের মাঝে। **(বুখারী, কিতাবুল আহাদীসিল আম্বিয়া, ২/৪৫৪,হাদীস নং-৩৪৩৩)**

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনাকৃত শেষ হাদীস শরীফের আলোকে বলেন: সারীদ অর্থাৎ রুটি ঝোল ও মাংসের টুকরো একসাথে মিক্স হয়ে একটি অনন্য খাবার, সকল খাবারের চেয়ে উত্তম

(খাবার) কেননা তা দ্রুত হজম হয়ে যায়, খুবই শক্তিদায়ক, খুবই সুস্বাধু, চিবাতে হয়না (এবং) অনেক গুণের সমষ্টিগত খাবার, তেমনই হযরত আয়েশা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا) আকৃতি, চরিত্র, জ্ঞান, আমল, ভাষা, বুদ্ধিদীপ্ততা, তীক্ষ্ণ মানসিকতা, মেধা, (এবং) **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা ইত্যাদি হাজারো গুণাবলীর সমষ্টি। বাস্তব হলো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا সকল মহিলা এমনকি খাদিজাতুল কুবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا থেকেও উত্তম, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا অনেক হাদীসের সমষ্টিকারক, কোরআনে করীমের জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় অভিজ্ঞ মহিলা। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৫০১)

মুফতী সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ অপর একটি হাদীসের আলোকে বলেন: জনাবে (হযরত সায়্যিদা) আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর ফযীলত বালির কণা, আকাশের তারার ন্যায় অসংখ্য, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا হচ্ছেন **রব তায়ালার** উপহার, যা **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দান করা হয়েছে। তাঁর পবিত্রতা ও স্বতিত্বের সাক্ষী স্বয়ং **আল্লাহ তায়ালাই** কোরআনে মজীদে সূরা নূরে দিয়েছেন অথচ জনাবে মরিয়ম (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا) এবং ইউসুফ عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এর পবিত্রতার সাক্ষী শিশুকে দিয়ে দিয়েছেন। উম্মতের তায়াম্মুমের সহজতা তাঁরই সদকায় অর্জিত হয়, **হুযুর পুরনূর** (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর প্রকাশ্য ওফাত তাঁর বুকের উপর হয়, **হুযুর পুরনূর** (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর সর্বশেষ আরামের স্থান ছিলো তাঁরই হুজরা, তাঁর থুথু **হুযুর** (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর সাথে প্রকাশ্য ওফাতের সময় মিশ্রিত হয়েছিলো, তাঁরই বিছানায় ওহী আসতো, তিনি (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا) হলেন স্বয়ং সিদ্দিকা (অর্থাৎ অতিশয় সত্যবাদী মহিলা) এবং সিদ্দিক (অতিশয় সত্যবাদী মানুষ অর্থাৎ আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) এর কন্যা। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৫০২)

“ফয়যানে আয়েশা সিদ্দিকা” কিতাবের পরিচিতি

হে আশিকানে রাসূল! উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর জীবনি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার **“ফয়যানে আয়েশা সিদ্দিকা”** কিতাবটি অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবে উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর জ্ঞানের শান ও শওকতের বর্ণনা রয়েছে, এই কিতাবে তাঁর বাণী সমগ্র ও ইবাদতের আগ্রহের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, এই কিতাবে

তাঁর দানশীলতা এবং ইশকে রাসূল ইত্যাদি মহানত্ব গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে, এই কিতাবে তাঁর একাকিত্ব, গৃহস্থালি কর্মকান্ড, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী সমূহের উপর আমলের বর্ণনা, এই কিতাবে তাঁর ভাষাতত্ব, অশ্রু বিসর্জন, বিনয় ও নম্রতা এবং অনেক মাদানী ফুল বর্ণনা করা হয়েছে। এই কিতাবের বিষয়বস্তু ২১৫টি কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে, আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনার স্টল থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিজেও অধ্যয়ন করুন, অপর ইসলামী ভাইকেও এবং নিজের ঘরের মাহরিম ইসলামী বোনদেরও এর প্রতি উৎসাহিত করুন। এই কিতাবটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের একটি মাদানী কাজ "মাদানী ইনআমাত"

হে আশিকানে রাসূল! যদি আপনিও ফরয আদায়ের পাশাপাশি সুন্নাত এবং নফলের প্রেরণা বৃদ্ধি করতে চান, তবে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন এবং নিজের অন্যান্য ব্যস্ততা থেকে কিছুটা সময় মাদানী কাজের জন্য অবশ্যই বের করে নিন। মনে রাখবেন! যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ **"মাদানী ইনআমাত"** অনুযায়ী প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করে প্রতি মাদানী মাসের প্রথম তারিখে আপনার এলাকার যিম্মাদারকে মাদানী ইনআমাতের রিসালা জমা করাতে হবে।

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন এই মাদানী কাজ **"মাদানী ইনআমাত"** এর বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা **"মাদানী ইনআমাত"** অধ্যয়ন করুন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সকল যিম্মাদারগণ বিশেষ করে মাদানী ইনআমাত মজলিশের নিগরান ও সদস্যগণ তো এই রিসালা অবশ্যই অধ্যয়ন করুন, এই রিসালা মাকতাবাতুল মদীনার স্টল থেকে পাওয়ার পাশাপাশি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও পড়তে পারবেন।

এই রিসালার বরকতে আপনারা পড়তে পারবেন: ✯ অমূল্য বিষয়াবলী, ✯ **মাদানী ইনআমাতে**র উদ্দেশ্য, ✯ **মাদানী ইনআমাতে**র কিছু শারীরিক ও বৈজ্ঞানিক উপকারীতা, ✯ **মাদানী ইনআমাতে**র উপর আমল করার জাদুয়ালের নমুনা, ✯ সম্মিলিতভাবে ফিকরে মদীনা করার পদ্ধতি, ✯ **মাদানী ইনআমাত** সম্পর্কে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী সমগ্র, ✯ **মাদানী ইনআমাতে**র আমলকারীদের প্রতি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া, ✯ **মাদানী ইনআমাত** সম্পর্কে মারকাযি মজলিশে শূরার মাদানী ফুল, ✯ **মাদানী ইনআমাতে**র বরকত, ✯ **মাদানী ইনআমাত** সম্পর্কে শরয়ী ও সাংগঠনিক সতর্কতা সম্বলিত প্রশ্নোত্তর, ✯ মোবাইল এ্যপলিকেশন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং ✯ **মাদানী ইনআমাতে**র মালামালের তালিকা ইত্যাদি।

✯ اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **মাদানী ইনআমাত** আমলের প্রেরণা বৃদ্ধি করতে এবং গুনাহের পিচ্ছি ছাড়ার উত্তম উপায়, ✯ **মাদানী ইনআমাতে**র উপর আমলকারীর প্রতি শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه খুবই খুশি হন এবং তাকে দোয়া দ্বারা ধন্য করেন, ✯ **মাদানী ইনআমাতে**র উপর আমলের বরকতে খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফার অশেষ দৌলত নসীব হয়, ✯ **মাদানী ইনআমাতে**র এই মহান উপহার পূর্ববর্তী বুযুর্গদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى স্মরণ করিয়ে দেয়, ✯ **মাদানী ইনআমাত** বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে ফিকরে মদীনা অর্থাৎ নিজের আমলের পরিসংখ্যান করার উত্তম উপায়।

মাদানী ইনআমাত মজলিশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **মাদানী ইনআমাতে**র উপর আমল করাতে সহজতা এবং এর কার্যবিবরনী ইত্যাদি দেখভাল করার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনের খেদমতের প্রায় **১০৭**টি বিভাগের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো **"মাদানী ইনআমাত মজলিশ"**। এই মজলিশের মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন, জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার ছাত্র ও ছাত্রীদেরকে আমলদার বানানো এবং তাদের মাদানী ইনআমাতের প্রতি উৎসাহিত করা। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি:

প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করার উপহার

এক ইসলামী ভাই একবার মাদানী কাফেলায় সফরে ছিলো। তখন তার সৌভাগ্যের দরজা খুলে গেলো। হলো কি, রাতে যখন সে ঘুমিয়ে পরলো তখন তার সৌভাগ্য জেগে উঠলো, দেখলো যে, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার স্বপ্নে তাশরীফ নিয়ে এলেন। তখনও সে দর্শনেই মগ্ন ছিলো, তখন ঠোঁট মুবারক নড়ে উঠলো, রহমতের ফুল ঝড়তে লাগলো এবং শব্দগুচ্ছ কিছুটা এরূপ সজ্জিত হলো: **"যে মাদানী কাফেলায় প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করে, আমি তাকে আমার সাথে জান্নাতে নিয়ে যাবো।"**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর দানশীলতা ও ঈসার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উম্মুল মুমিনিন সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا দানশীলতা ও ঈসারের মাদানী প্রেরণা দ্বারাও সমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর দানশীলতা ও ঈসারের অবস্থা এমন ছিলো যে, তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا তাঁর প্রয়োজনের জিনিষও **আল্লাহ তায়ালার** পথে খয়রাত করে দিতেন এবং নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখতেন না। আসুন! উম্মুল মুমিনিন সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর দানশীলতা ও ঈসার সম্বলিত একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবন করি এবং **আল্লাহ তায়ালার** পথে ব্যয় করার প্রেরণা নিজের মাঝে জাগ্রত করি।

(১) এক লক্ষ দিরহাম খয়রাত করে দিলেন!

হযরত সায়্যিদা উম্মে দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: আমি হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন এক লক্ষ দিরহাম কোথাও হতে তার নিকট এলো, তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا তখনই সকল দিরহাম মানুষের মাঝে বন্টন করে দিলেন এবং একটি দিরহামও ঘরে রাখলেন না। সেইদিন আমি ও তিনি রোযা ছিলাম, আমি আরয করলাম, আপনি সব দিরহাম বন্টন করে দিলেন এবং একটি দিরহামও রাখলেন না যে, মাংস কিনে ইফতার করবেন? বললেন: যদি তুমি আমাকে প্রথম বলতে তবে আমি এক দিরহামের মাংস কিনে নিতাম।

(শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ৪/৩৮৯-৩৯২)

হে আশিকানে আউলিয়া! হাবীবে খোদার প্রিয়তমা, উম্মুল মুমিনিন সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে **আল্লাহ তায়ালা**র ঐ সকল নৈকট্যশীল আউলিয়াগণের মাঝে গন্য করা হয়, যারা সারা জীবন ইবাদত ও রিয়াযতেই অতিবাহিত করেছেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ যেভাবে আমরা গুনাহগারদের শাফায়াতকারী **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও ইশরাক, চাশত, তাহিয়্যাতুল অযু, তাহিয়্যাতুল মসজিদ, সালাতুল আওয়াবিন ইত্যাদি নফল নামায আদায় করতেন, রাতে উঠে নামায আদায় করতেন, সারা জীবন তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন, তেমনিভাবে উম্মুল মুমিনিন সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا ও ঘরে কাজকর্ম এবং **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমত করার পাশাপাশি নিয়মিত তাহাজ্জুদ এবং চাশতের নামাযও আদায় করতেন।

নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায আদায়

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত **"সীরাতে মুস্তফা"** কিতাবের ৬৬০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: ইবাদতেও তাঁর (হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর) মর্যাদা অনেক উচ্চ, তাঁর ভাতিজা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম কাসিম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর বর্ণনা হলো: হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন এবং অধিকহারে রোযা রাখতেন। **(সীরাতে মুস্তফা, ৬৬০ পৃষ্ঠা)**

চাশতের নামাযরে প্রতি ভালবাসা

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا চাশতের নামায আট রাকাত পড়তেন, অতঃপর বলতেন: যদি আমার পিতামাতাকে উঠিয়েও নেয়া হয় তবুও আমি এই রাকাত ছাড়বোনা।

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবু কসরিস সালাত ফিস সফর, ১৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৬)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বর্ণনাকৃত হাদীস শরীফের আলোকে বলেন: অর্থাৎ যদি ইশরাকের সময় সংবাদ পাই যে, আমার পিতামাতা জীবিত হয়ে এসে গেছে, তবে আমি তাঁদের সাথে সাক্ষাতের জন্য এই নফল ছাড়বো না বরং প্রথমে এই নফল পড়বো, অতঃপর তাঁদের কদমবুচি করবো (অর্থাৎ তাঁদের কদমে চুমু দেবো)। **(মিরাতুল মানাজিহ, ২/২৯৯)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! উম্মুল মুমিনিন সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা, আবেদা, যাহেদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর নফল ইবাদতের প্রেরণার প্রতি মারহাবা! একটু ভাবুন তো! যাঁর শান কোরআনে করীমে বর্ণিত হয়েছে, যাঁর ফযীলত ও উৎকর্ষতাকে হাদীসে মুবারাকায় বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি নিজ যুগের আলিমা, মুফতীয়া, ফকীহয়া, মুহাদ্দীসা এবং মুফাসসীরা বলা হয়, বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن যাঁর শান ও মহত্বের ডঙ্কা বাজিয়েছেন, ফরয তো ফরযই, তাহাজ্জুদ ও চাশতের নফলও ছেড়ে দেয়া যিনি পছন্দ করতেন না। কিন্তু আজ অনেক মুসলমানের অবস্থা এমন যে, নফল নামায তো দূরের কথা, তাদের দ্বারা তো ফরয নামাযও আদায় হয়না, মানুষের মধ্যে একটি বড় সংখ্যা আছে যারা জুমার নামাযের জন্য তখনই ঘর থেকে বের হয়, যখন জামাআত দাঁড়ানোর শুধুমাত্র কয়েক মিনিট বাকী থাকে, অতঃপর ইমাম সালাম ফিরাতেই বা প্রথম দোয়া করার পরপরই অর্ধেকের চেয়ে বেশি মসজিদ খালি হয়ে যায়।

আহ! মুসলমানদের কি হয়ে গেছে? কেন মানুষ ইবাদত থেকে পালিয়ে বেড়ায়, কেন মানুষ **রব তায়ালা** ও **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিধানাবলীর উপর আমল করতে অলসতার শিকার হচ্ছে? কেন নফল ইবাদতের প্রেরণা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে? কেন রোযার ব্যাপারে হিলা-বাহানা করা হচ্ছে? আমাদের মসজিদ কেন বিরান হয়ে যাচ্ছে? মানুষেরা কি **আল্লাহ তায়ালার** গোপন ব্যবস্থাপনা থেকে নিরাপত্তা লাভ করে নিয়েছে? তারা কি মাগফিরাতের সমন পেয়ে গেছে? তাদের আমলনামা কি নেকীতে (Virtues) ভরপুর? তাদের কি নেকীর প্রয়োজন নেই? তারা কি এই বিষয়ে পরিপূর্ণ বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারবে? তারা কি মৃত্যুকালের কষ্টকে সহ্য করতে পারবে? শরীয়তের অবাধ্যতা করে কি অন্ধকার কবরে আরাম পেয়ে যাবে? তারা কি কবর ও হাশরের প্রশ্নাবলীতে সফলতার সাথে উত্তির্ণ হয়ে যাবে?

নিশ্চয় আমাদের মধ্যে কারোরই এটা জানা নেই, সুতরাং এই সংক্ষিপ্ত জীবনকে গনিমত মনে করে এর পরিপূর্ণ গুরুত্ব দেয়া উচিৎ, মোহের ফাঁদ থেকে বের হয়ে নিজেকে ফরয ও ওয়াজিব সমূহের অনুসারী করার পাশাপাশি নফল ইবাদত করারও অভ্যস্ত করতে হবে। নিজেকে ফরয ও ওয়াজিব এবং নফল ইবাদতে অভ্যস্ত

করতে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত **"৭২টি মাদানী ইনআমাত"** এর উপর আমল করে প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করা খবুই উপকারী আমল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এর অনুযায়ী আমল করার বরকতে আমরা শুধু ফরয ও ওয়াজিব নয় বরং অনেক সুন্নাত ও মুস্তাহাবের উপর আমল করা সহজ হয়ে যাবে।

আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে কয়েকটি মাদানী ইনআমাত সম্পর্কে শ্রবন করি এবং আমল করার নিয়্যত করে নিই।

মাদানী ইনআমাত নম্বর ২ এ রয়েছেঃ আপনি কি আজ **পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে মসজিদের ১ম সারিতে, ১ম তাকবীরের সাথে আদায় করেছেন?** তাছাড়া প্রত্যেকবার কোন একজন ইসলামী ভাইকে আপনার সাথে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন কি?

মাদানী ইনআমাত নম্বর ১৬ এ রয়েছেঃ আপনি কি আজ কমপক্ষে একবার **সালাতুত তাওবা** (উত্তম এটাই যে ঘুমাননোর পূর্বে) আদায় করে সারাদিনের বরং অতীতে সংঘটিত সকল গুনাহ থেকে তাওবা করেছেন? এমনকি আল্লাহ না করুন; গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে দ্রুত তাওবা করে ভবিষ্যতে ঐ গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছেন তো?

মাদানী ইনআমাত নম্বর ১৮ এ রয়েছেঃ আপনি কি আজ **ফজর, যোহর, আসর ও ইশার পূর্বের সুন্নাতগুলো** (জামাআত শুরু হওয়ার পূর্বে) আদায় করেছেন? এছাড়া ফরযগুলোর পরের **নফল নামায সমূহ** আদায় করেছেন? (নফল নামাযগুলো দরস ও বয়ানের পরও আদায় করতে পারবেন।)

মাদানী ইনআমাত নম্বর ১৯ এ রয়েছেঃ আপনি কি আজ **তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত এবং আওয়াবীনের** নামায আদায় করেছেন?

মাদানী ইনআমাত নম্বর ২০ এ রয়েছেঃ আপনি কি আজ কমপক্ষে একবার করে **তাহিয়্যাতুল অযু ও তাহিয়্যাতুল মসজিদের** নামায আদায় করেছেন?

আসুন! আমরা সবাই মিলে নিয়্যত করি যে, আজ থেকে প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ, প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখেই নিজ এলাকার যিম্মাদারকে জমা করাবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ, পাঁচ

ওয়াক্ত নামায মসজিদের প্রথম সারিতে প্রথম তাকবীরের সহিত আদায় করবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ, মসজিদ ভরো কার্যক্রম অব্যাহত রাখবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ, সালাতুত তাওবা এবং পূর্বের সুন্নাত সমূহ আদায় করবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ, তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত, আওয়াবিনের নামায এবং অন্যান্য নফল নামাযও আদায় করবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জানাযার মাদানী ফুল

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"মৃতব্যক্তির অনুশোচনা"** রিসালা থেকে জানাযার মাদানী ফুল শ্রবণ করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) যখন কোন জান্নাতী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন **আল্লাহ তায়ালা** ঐ সমস্ত লোকদের শাস্তি দিতে লজ্জাবোধ করেন যারা তার জানাযা নিয়ে চলে, যারা এর পেছনে চলে এবং যারা তার জানাযার নামায আদায় করে। (ফিরদাউসুল আখবার, ১/২৮২, হাদীস নং-১১০৮) (২) মু'মিন বান্দার মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম পুরষ্কার হলো যে, তার জানাযায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (মুসনাদুল বাযযার, ১১/৮৬, হাদীস নং-৪৭৯৬) ❁ জানাযায় **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি, ফরয আদায়, মৃত ব্যক্তি ও তার আত্মীয়-স্বজনের অন্তর খুশী করা ইত্যাদি ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে অংশগ্রহন করা উচিৎ।

ঘোষণা

জানাযা সম্পর্কীত অবশিষ্ট মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)